কার্বন কথা

বা

উষ্ণায়ন হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার সহজ উপায়

সৌমিত্র ও সর্বজিৎ

নিছক কৃতজ্ঞতা নয়

ডারবান কোয়ালিশন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস-এর ল্যারি লোহম্যান ও জুটা কিল।
ল্যারির বই 'কার্বন ট্রেডিং' মূলত এই কমিক্সের ভিত্তিভূমি।

দীপঙ্কর ঘোষ – যার হাতে ছিল এই বইয়ের পেজ লেআউটের দায়িত্ব।

অপরাজিতা – যার সক্রিয় টেকনিক্যাল সহযোগিতা ছিল শুরু থেকে শেষ তক।

কার্বন কথা
বা উষ্ণায়ন হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার সহজ উপায়
সৌমিত্র ও সর্বজিৎ

প্রকাশকাল
ভারতে প্রথম প্রকাশ : ২০১০
বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৫

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
সৌমিত্র ঘোষ ও সর্বজিৎ সেন

প্রচ্ছদ
সর্বজিৎ সেন

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দেজ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য : ৩০০ টাকা

Karbon Katha by Soumitra & Sarbajit Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2025
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 300 Taka Rs. 300 Us 10 $
e-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: Kobibd.com

ISBN: 978-984-98456-8-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

তৃতীয় বিশ্বের অগণিত অপ্রয়োজনীয় রঘুদের

গল্পের গল্প

সর্বজিৎ সেন

উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং আদৌ তার সমাধান না করার এক সম্মিলিত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা— এই নিয়ে এক অদ্ভুতুড়ে ঝটিতি সফরের গল্প *কার্বন কথা*। সফরের নায়ক রঘু ভারতবর্ষের কোনও এক উপকূলবর্তী গরীব জেলেপাড়ার ছেলে। কপালের ফেরে একদিন তাকে আচমকা টেনে নেওয়া হয় এক শিক্ষামূলক কন্ডাক্টেড ট্যুরে। ট্যুর অপারেটর হলেন কর্পোরেট দুনিয়ার মোটাসোটা এক স্টেট অফ দ্য আর্ট ভগবান! রঘুর যাত্রা নিজের নিঝুম গ্রাম ছাড়িয়ে মহাশূন্যে জটিল গোলকধাঁধার মধ্যে এক অজানা দুনিয়ায়। সেখানে গমগম করছে একাধিক দরদালান— কিয়োটো, কোপেনহাগেন ইত্যাদি প্রোটোকল থেকে রাষ্ট্রপুঞ্জ। সেখানে পরিবেশ সম্পর্কিত হরেক বিভাগ—এবং অবশ্যই কার্বন বাজার!

বাধ্যতামূলক এই প্যাকেজ ট্যুরে ভগবান রঘুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের মূলে, যেখানে একমেবাদ্বিতীয়ম পরম পিতা হলেন কার্বনেশ্বর। ভগবান রঘুকে দেখান কার্বনেশ্বরের কৃপায় পৃথিবীর গর্ভগৃহ থেকে কী করে নিরন্তর তুলে আনা হয় কয়লা বা তেলের মত জীবাশ্ম জ্বালানি। নয়তো বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে না। সেটা না হলে গোটা দুনিয়ার উন্নয়ন বন্ধ। এই বিপুল কর্মযজ্ঞের জন্য প্রচুর ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয়। হয়তো এর জন্য উল্টেপাল্টে যাচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া। যেতেই পারে! উৎখাত বা নির্মূল হয়ে যেতে পারে একাধিক জনজাতি। বৃহত্তর লাভ ও কিছু মানুষের কল্যাণের জন্য এটুকু ওলটপালট মেনে তো নিতেই হয়! ক্ষতির মধ্যেই লুকিয়ে থাকে অনন্ত লাভের বাজার। রঘুকে ভগবান বোঝান কার্বন অফসেটিং-এর পরাবাস্তব দর্শন—যেখানে অস্তিত্বের আসল মন্ত্রই হলো বাজার। বাকি সবই মায়া।

এই ব্রহ্মজ্ঞানের ঝাঁঝ রঘু একটা সময়ের পর আর সইতে পারে না। শরীর খারাপ লাগে। মরীয়া হয়ে এই বাধ্যতামূলক ট্যুর থেকে ছিটকে বেরোতে চায় সে। কিন্তু রঘুর পেছনে ভগবানের ইতিমধ্যেই ব্যাপক ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে বলে তিনি তাকে এখন বেরোতেও দেবেন না। রঘু বিদ্রোহ করে। ভগবানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানে মহা বিপর্যয়। ভগবান হিংস্র আক্রমণ করেন রঘুকে। সে এক মহাপ্রলয়!

কার্বন কথার পেছনে আছে বছর ষোলো আগের কিছু আড্ডা। পুরনো বন্ধু সৌমিত্র নিজে লেখক ও সক্রিয় পরিবেশ আন্দোলনকারী। তার সঙ্গে দফায় দফায় দীর্ঘ আড্ডার দৌলতে একটা আভাস পাই কার্বন বাণিজ্যের বিষয়ে। এভাবেই আমার প্রথম জানা ও বোঝা কার্বন ঋণ, তার কেনা বেচার বাজার ও ফাটকাবাজি ইত্যাদি সম্পর্কে। ওর ব্যাখ্যায় বুঝতে পারি 'উন্নয়নের' জন্য কীভাবে 'পরিচ্ছন্ন কার্বন-শূন্য শক্তির' ভাঁওতা তৈরি হয়, কীভাবে সেই শক্তির উৎপাদনের জন্য অঢেল জমির প্রয়োজন হয় অঢেল জীবাশ্ম জ্বালানির ভাঁড়ার হিসেবে। অর্থাৎ আরও বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস খালাস এবং অনিবার্য জমিধর্ষণ। এবং, ফলস্বরূপ, তৈরি হয় পরিবেশ উদ্বাস্তু। অখন্ডমণ্ডলাকার এক ধোঁয়াটে বৃত্ত এভাবে চলতেই থাকে। এই বৃত্ত পৃথিবীর মুষ্টিমেয় সুবিধাপ্রাপ্ত কিছু সন্তানের লাগাতার মুনাফার কালচক্র।

নিজে কমিক্স বানাই। সেই চোখে বিষয়টিকে এক গ্রোটেস্ক কমিক্স মনে হচ্ছিল— যেন সুকুমার-ত্রৈলোক্যনাথের এক জম্পেশ পাঞ্চ! নিতান্তই মজা করে সেই কথা সৌমিত্রকে বলে ফেলে বিপাকে পড়ি। সৌমিত্র অচিরেই তার অন্য কিছু সহকর্মীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একযোগে আমাকে চেপে ধরে এবং বাধ্য করে কার্বন ট্রেডিং বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় আঙ্গিকে একটি গ্র্যাফিক ন্যারেটিভ লিখতে। প্রয়োজনীয় বইপত্র এবং জরুরি তথ্যাবলির যোগান দেয় সৌমিত্রই।

ঠিকই করে নিয়েছিলাম কোনও এন জি ও মার্কা জার্গনক্লিষ্ট সচিত্র হ্যান্ডবুক করব না। পরিবেশ রাজনীতি বিষয়টি জটিল। কিন্তু আমাদের মতো দেশে অতি প্রাসঙ্গিক। সবার জন্য বিষয়টি নিয়ে এমন একটা গল্প বানাতে চেয়েছি যাতে তা কোনও ক্লাসরুম লেকচার না হয়ে দাঁড়ায়। মূল চরিত্র হিসেবে এমন কাউকে ডিজাইন করতে চেয়েছি যে কিনা আমারই মত এই বিশেষ বিষয়ে অনেকটা না-শিক্ষিত সাধারণ এক মানুষ। এভাবেই এসেছে রঘু— যে প্রায় এক 'অন্য আমি'।

সৌমিত্র নিজে সাহিত্যকর্মী। কিন্তু কমিক্সের গল্প বলার ধরনের সাথে সে তখনও খুব একটা অভ্যস্ত নয়। এদিকে কমিক্স মানে— শব্দহীন কমিক্স বাদ দিলে— একান্তভাবে ছবি ও শব্দের মেলবন্ধন। একসাথে গল্প দাঁড় করাতে গিয়ে, প্রায় নিজেরই অজান্তে, সৌমিত্র আটকে পড়ছিল লিখিত ন্যারেটিভের অভ্যাসে। আর কমিক্স লিখিয়ে হিসেবে আমি পুরো গল্পটাই পাকড়াতে চাইছিলাম কমিক্স মোডে। বাকবিতণ্ডা কম হয়নি এই নিয়ে। গল্পের মূল তথ্যাদি ও রসদ যেহেতু সৌমিত্র সরবরাহ করেছিল সেহেতু আমিও ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম কিছু প্রামাণ্য কমিক্স সাহিত্যের সঙ্গে। আমার কাছে এই বিনিময় প্রথা বেশ নতুন একটা অভিজ্ঞতা।

নাগরিক মঞ্চ ও নেসপনের যৌথ প্রকাশনা হিসেবে *কার্বন কথা* ২০১০ সালের বইমেলায় আত্মপ্রকাশ করে। পরে জেনেছি— কমিক্সের দুনিয়ায় ফিলিপ স্কোয়ারজোনির 'ক্লাইমেট চেঞ্জড : এ পার্সোনাল জার্নি থ্রু দ্য সায়েন্স' নামের যে বইটিকে পরিবেশ রাজনীতির ওপর সম্ভবত প্রথম গ্রাফিক স্টোরি বলে ধরে নেওয়া হয় তার প্রকাশকাল ২০১৪। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রিচার্ড মনাস্তেরস্কি ও নিক সুসানিসের 'দ্য ফ্র্যাজাইল ফ্রেমওয়ার্ক', ২০১৫ সালে। আর ক্রিস্তোফ ব্লেইন ও জাঁ মার্ক জ্যাঙ্কোভিচির 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট এন্ড' নামের যে কমিক্স সাঙ্ঘাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তার প্রকাশকাল ২০২১।

২০১৬ তে আচমকা একদিন *দীপন* পত্রিকার একনিষ্ঠ সম্পাদক ভ্রাতৃপ্রতিম জুলফিকার *কার্বন কথা* তৈরির গল্প নিতে চায় দীপন-এর জন্য। সানন্দে লিখে ফেলি। জুলফিকারেরই উদ্যোগে ২০২২-এ কলেজ স্কোয়ারের বাংলাদেশ বইমেলায় আলাপ ঢাকার বিখ্যাত কবি প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক সজল আহমেদের সঙ্গে। সজলের সঙ্গে জুলফিকার *কার্বন কথা* নিয়ে আগেই কথা বলেছিল এবং এমন কি সজলকে তার পি ডি এফও পাঠিয়ে দিয়েছিল। এ সবই আমি পরে জানতে পারি। বাংলাদেশে *কার্বন কথা* তাদের যৌথ উদ্যোগ। আমার আর সৌমিত্রর তরফ থেকে তাদের নিছক ধন্যবাদ জানালে সেটা শুকনো লৌকিকতার মত শোনাবে।

বাংলাদেশের পাঠিকা পাঠকদের কাছে আমাদের গল্প হাজির করার জন্য দুজনকেই উষ্ণ ভালোবাসা।

কার্বন কথা

বা

উষ্ণায়ন হইতে পৃথিবীকে বাঁচাইবার সহজ উপায়

সৌমিত্র ও সর্বজিৎ

ভক্তের ভিড়ে অধিকাংশই মৎস্যজীবী। সবাই কিন্তু একইভাবে এই দেবতাটিকে মান্যি করে না।
নমো নমোঃ!
সুখে শান্তিতে থাকতে দাও গো ঠাকুর!
এই ঝড়েশ্বর দেবতাটির নাম তো আগে কোনদিন শুনিনি কাকা!
অনেকের নামই তুই শুনিসনি, রঘু! তার মানে এ নয় যে ওনারা নেই। মেলা গোল করিস না।
কিন্তু ঠাকুর জাগ্রত হলে একবার দেখা তো দেবে!
সব্বাই মন দিয়ে ঠাকুরকে ডাকো --যেন উল্টোপাল্টা বান আর না আসে! বিশ্বাস রাখলেই তো ঠাকুর সাড়া দেন!
শুনলি তো? বিশ্বাস করে ডাকলে ডাক। নাহয় ভাগ্ এখান থেকে!
রঘু জানেই না সে বিশ্বাসী না অবিশ্বাসী। এও জানে না তার কপালে ঠিক কি লেখা আছে!
সবাই ঝড়েশ্বর দেবতাকে নমো করো হে! জয় ঝড়েশ্বর!
আচ্ছা কাকা, ঠাকুর কি করে বোঝে কে বিশ্বাসী আর কে নয়? মানে...ইয়ে...বিশ্বাস কি ঠিক মাপা যায়?
রোঘো, থামবি?
যারা গড় করছে করুক। আমি বরং এই তালে বিশ্বাসী পাবলিকদের একবার মেপে নিই।
তা লোক জমেছে দেখছি মন্দ না...কিন্তু আই ব্বাপ্! ওটা কি?
সব্বো...নাশ! আবার তো সেই পাগলা ঝড়!!
অ-স-ম্ভ-ব! এ হতেই পারে না!